ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) ২০২১
টিআইবি ও সিপিআই বিষয়ক কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

১. দুর্নীতির ধারণা সূচক বা সিপিআই কী?
দুর্নীতির ধারণা সূচক বা করাপশন পারসেপশনস্ ইনডেক্স (সিপিআই) হলো বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত একটি সূচক, যা দুর্নীতির বিশ্বব্যাপী ব্যাপকতার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। একটি দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট খাতের গবেষক ও বিশ্লেষকবৃন্দের ধারণার ওপর ভিত্তি করে অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের দুর্নীতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণীত হয়। এটি একটি যৌগিক সূচক, যাকে জরিপের ওপর জরিপও বলা হয়ে থাকে।

২. সিপিআই এ দুর্নীতির সংজ্ঞা কী?
সিপিআই অনুযায়ী দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে ব্যক্তিগত সুবিধা বা লাভের জন্য 'সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার (abuse of public office for private gain)'। যে সকল জরিপের তথ্যের ওপর নির্ভর করে সূচকটি নিরূপিত হয়- তার মাধ্যমে সরকারি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের ব্যাপকতার ধারণারই অনুসন্ধান করা হয়। বিশেষ করে, যেমন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান, সরকারি ক্রয়-বিক্রয়ে প্রভাব খাটিয়ে মুনাফা অর্জন, সরকারি সম্পত্তি আত্মসাৎ ইত্যাদি।

৩. এ সূচকে দুর্নীতির অবস্থান কিভাবে বোঝানো হয়?
সিপিআই অনুযায়ী দুর্নীতির ধারণার মাত্রাকে ০ (শূন্য) থেকে ১০০ (একশ) এর স্কেলে নির্ধারণ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে স্কেলের '০' স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বোচ্চ এবং '১০০' স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বনিম্ন বলে ধারণা করা হয়। যে দেশগুলো সূচকে অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের সম্পর্কে এ সূচকে কোনো মন্তব্য করা হয় না। উল্লেখ্য, সূচকে অন্তর্ভুক্ত কোনো দেশই এ পর্যন্ত সিপিআই-এ ১০০ স্কোর পায়নি, অর্থাৎ দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বনিম্ন এমন দেশগুলোতেও কম মাত্রায় হলেও দুর্নীতি বিরাজ করে।

৪. বাংলাদেশ কবে থেকে সূচকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে?
১৯৯৫ সাল থেকে টিআই এই সূচক প্রকাশ করে আসছে। ২০০১ সালে বাংলাদেশ প্রথম তালিকাভুক্ত হয়। তখন এ তালিকায় মোট ৯১টি দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০২১ সালে এ সূচকে অন্তর্ভুক্ত মোট দেশের সংখ্যা ১৮০টি।

৫. সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের অর্থ কী?
সিপিআই ২০২১ অনুযায়ী বৈশ্বিক গড় স্কোর ৪৩ হলেও, টানা চতুর্থবারের মত বাংলাদেশের স্কোর ১০০ এর মধ্যে মাত্র ২৬; যা সিপিআই ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ এর অনুরূপ। তালিকার সর্বনিম্ন থেকে গণনা অনুযায়ী সিপিআই ২০২০ এর তুলনায় একধাপ এগিয়ে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম এবং সর্বোচ্চ থেকে গণনা অনুযায়ী একধাপ পিছিয়ে ১৪৭তম। বাংলাদেশের এবারের স্কোর ও অবস্থান ২০১২ সালের অনুরূপ; অর্থাৎ দশ বছর পর এসেও সূচকে বাংলাদেশ একই স্কোর ও অবস্থানে রয়েছে! তদুপরি দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের মধ্যে এবারও বাংলাদেশের অবস্থান নিম্নক্রম ও স্কোর অনুযায়ী যথারীতি বিব্রতকরভাবে আফগানিস্তানের পর দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। সূচক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বশেষ দশ বছরে বাংলাদেশের স্কোর ঘুরেফিরে ২৫ থেকে ২৮ এর মধ্যেই রয়েছে। এই এক দশকে সূচকে বাংলাদেশের নিম্ন স্কোর ও অবস্থান সার্বিক কোন অগ্রগতি যেমন নির্দেশ করে না, তেমনি দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণেও অস্বস্তিকর স্থবিরতার প্রমান দেয়। এটি আরো প্রমাণ করে যে, গত কয়েক বছর যাবৎ দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর 'শূন্য সহনশীলতা'র অঙ্গীকারসহ সরকারের দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন পর্যায়ের ঘোষণা স্বত্ত্বেও আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও কাঠামোগত দূর্বলতায় বাংলাদেশের স্কোর ও অবস্থানের কোন উন্নতি হচ্ছে না।

৬. বাংলাদেশ কি বিশ্বের অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ?
সিপিআই অনুযায়ী বাংলাদেশ তথা অন্য কোন দেশকেই 'দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ' বলা যাবে না। বরং সূচকভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে 'দুর্নীতির মাত্রা অধিক' বা 'কম' বলা যাবে। কারণ এ সূচক সংশ্লিষ্ট দেশে বিদ্যমান দুর্নীতির ধারণার ওপর ভিত্তি করে তুলনামূলক অবস্থান নির্ণীত হয়; কোনো দেশ বা জাতিকে দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত করে না।

৭. সূচকটি কেন শুধু ধারণার ওপর নির্ভরশীল?
পরিমাপযোগ্য দুর্নীতি সম্পর্কিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক অবস্থান নিরূপণ করা দুরূহ। যেমন: কোনো দেশে দুর্নীতি বিষয়ক কতটি মামলার রায় হলো বা হলো না সেই তথ্যের ওপর নির্ভর করে অন্য দেশের সাথে তুলনামূলক অবস্থান নিরুপণ করা সমীচীন নয়। কারণ, এ ধরনের তথ্য থেকে দুর্নীতির প্রকৃত মাত্রা নয়, বরং সংশ্লিষ্ট দেশের বিচার প্রক্রিয়া বা তথ্যপ্রকাশের কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যেতে পারে। যদিও সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন খাতে দুর্নীতি নিরুপণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, তথাপি প্রত্যক্ষ ও বিস্তারিতভাবে আন্তর্জাতিকভাবে তুলনাযোগ্য দুর্নীতি পরিমাপের কোন পদ্ধতি এখনও উদ্ভাবিত হয়নি। তাই এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র যারা দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়, তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণার ওপর নির্ভর করেই আন্তর্জাতিকভাবে তুলনামূলক অবস্থান নিরূপিত হচ্ছে।

৮. সিপিআই-এ কী ধরনের তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে?
সিপিআই-এ ব্যবহৃত তথ্যের উৎস দুর্নীতির যে সকল দিকসমূহ আওতাভুক্ত করেছে, বিশেষ করে জরিপকালে তথ্য সংগ্রহে যে শব্দমালা সহকারে প্রশ্ন করা হয়েছে, সেগুলো হল: ঘুষ আদান-প্রদান; সরকারি তহবিল অপসারণ; ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক দলের স্বার্থে সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার; এ ধরনের অনিয়ম প্রতিরোধে ও দুর্নীতি সংঘটনকারীর বিচার করতে সরকারের সামর্থ্য; লাল ফিতার দৌরাত্ম ও অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিক বোঝা যা দুর্নীতি সংগঠনে উৎসাহিত করে; সরকারি চাকরিতে মেধার পরিবর্তে স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে নিয়োগের চিত্র;

দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের আইনের আওতায় আনার কার্যকরতা; সরকারি চাকুরেদের অর্থনৈতিক উন্মুক্ততা এবং স্বার্থের সংঘাত প্রতিরোধে পর্যাপ্ত আইনের উপস্থিতি; ঘুষ ও দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট মামলার সংবাদ পরিবেশনকালে অনুসন্ধানকারী, সাংবাদিক ও তথ্য প্রকাশকারীর প্রয়োজনীয় আইনগত সুরক্ষার অবস্থা; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক তথ্যে নাগরিক সমাজের অভিগম্যতা ইত্যাদি বিষয়সমূহ। সূচক বিশ্লেষণে সাধারণত দুই বছরব্যাপী প্রকাশিত বিভিন্ন জরিপের তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

৯. সিপিআই এর তথ্য-উপাত্তের উৎসগুলো কী কী?

সিপিআই এ ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্তের উৎসসমূহ ও এর সংখ্যা সময়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। মূলত সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট খাতের গবেষক ও বিশ্লেষকবৃন্দের ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত এই সূচকের মাধ্যমে সূচকে অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের দুর্নীতির অবস্থান নির্ণীত হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ১২টি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ১৩টি জরিপের ওপর ভিত্তি করে সিপিআই এর ২০২১ সালের সূচক প্রণীত হয়েছে। সিপিআই নির্ণয়কালে জরিপের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বোচ্চ মান এবং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এছাড়া টিআই ব্যবহৃত সকল জরিপের তথ্যের উৎসমূহের পাশাপাশি প্রত্যেকটি জরিপের তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি বা মেথোডলজি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে যেন তথ্যের উৎসসমূহ টিআই এর মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এ বছর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সূত্র হিসেবে আটটি জরিপের তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। জরিপগুলো হলো: বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি পলিসি অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল অ্যাসেসমেন্ট, ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম এক্সিকিউটিভ ওপিনিয়ন সার্ভে, গ্লোবাল ইনসাইট কান্ট্রি রিস্ক রেটিংস্, বার্টেলসম্যান ফাউন্ডেশন ট্রান্সফরমেশন ইনডেক্স, ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট রুল অব ল ইনডেক্স, পলিটিক্যাল রিস্ক সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রি রিস্ক গাইড, ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কান্ট্রি রিস্ক রেটিংস এবং ভ্যারাইটিস অফ ডেমোক্র্যাসি প্রজেক্ট ডেটাসেট এর রিপোর্ট।

১০. সিপিআই এর পদ্ধতি (methodology) সম্পর্কে আরো তথ্য কিভাবে পাওয়া যাবে?

এই উত্তরমালার সাথে সংযুক্ত technical methodology note এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। তাছাড়া টিআই ও টিআইবি'র যথাক্রমে www.transparency.org/cpi20121 ও www.ti-bangladesh.org/cpi2021 ভিজিট করে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।

১১. এই সূচকের উদ্দেশ্য কি ক্ষমতাসীন সরকারকে সমর্থন কিংবা সমালোচনা করা?

না। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) নৈতিকতার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বেসরকারি সংস্থা। কোনো ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সিপিআই পরিচালিত হয়না। একটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে টিআই কোনো সরকার, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি কিংবা অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত হয় না। ১২টি সুখ্যাতিসম্পন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা পরিচালিত জরিপ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলো বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতিতে নিরীক্ষার মাধ্যমে সিপিআই নির্ধারণ করা হয়।

১২. দুর্নীতির ধারণার সূচকে কোনো দেশের কখনো বাদ যাওয়া বা অন্তর্ভুক্তির কারণ কী?

কোনো দেশ বা অঞ্চলের নূন্যতম তিনটি উৎস থেকে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ সূচকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনটির কম উৎস থেকে উপাত্ত পাওয়া গেলে তা সূচকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। প্রতিবছরই কোনো না কোনো দেশ নতুন করে এ সূচকের অন্তর্ভুক্ত হয় বা হয় না। তবে এই সূচকে কোনো দেশ অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে সেখানে কোনো দুর্নীতি হয় না।

১৩. এ আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং নির্ণয়ে টিআইবি'র কী ধরনের ভূমিকা রয়েছে?

সিপিআই প্রণয়নে টিআইবি কোনো ভূমিকাই পালন করে না। এমনকি টিআইবির গবেষণা থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণ টিআই-এ প্রেরিত হয় না। পৃথিবীর অন্য দেশের টিআই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অন্যান্য দেশের টিআই চ্যাপ্টারের মতো টিআইবিও দেশীয় পর্যায়ে সিপিআই প্রকাশ করে মাত্র।

১৪. সূচকে বাংলাদেশের দুর্বল অবস্থানের জন্য টিআইবিকে দায়ী করা যায় কি?

সূচকে দুর্বল অবস্থানের জন্য টিআইবিকে কখনোই দায়ী করা যাবে না। এমনকি সূচক প্রকাশকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা টিআই ও অন্যান্য যেসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সিপিআই নিরূপিত হয় তাদের কাউকেই দায়ী করা ঠিক হবে না। কেননা, এই র‍্যাঙ্কিংয়ের জন্য দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত তারা দায়ী। যারা দুর্নীতি প্রতিরোধে সোচ্চার ভূমিকা রাখছে তাদেরকে কোনোভাবেই সুশাসনের বা দুর্নীতি প্রতিরোধের দাবি উত্থাপনের জন্য দায়ী করা যাবে না।

১৫. দুর্নীতির ধারণাকে বিশ্লেষণ করার জন্য টিআই আর কী কী গবেষণা করে?

টিআই দুর্নীতি বিষয়ে স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ গবেষণা করে থাকে। দুর্নীতির ধারণার সূচকের সম্পূরক অন্যান্য বৈশ্বিক গবেষণাসমূহ যেমন: *গ্লোবাল করাপশান ব্যারোমিটার (জিসিবি), গ্লোবাল করাপশান রিপোর্ট (জিসিআর), ন্যাশনাল ইন্টেগ্রিটি সিস্টেম অ্যাসেসমেন্ট (এনআইএস), ট্রান্সপারেন্সি ইন করপোরেট রিপোর্টিং (টিআরএসি)* টিআই পরিচালনা করে।

১৬. দুর্নীতির ধারণা সূচক এবং টিআইবি পরিচালিত দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ এর মধ্যে পার্থক্য কি?

দু'টি জরিপ কার্যক্রমই ভিন্ন দু'টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত হয় এবং একটির সাথে আরেকটির কোনো যোগসূত্র নেই। এর অন্যতম পার্থক্য হলো দুর্নীতির ধারণা সূচক বার্লিনভিত্তিক দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান টিআই কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত হয়ে থাকে। অন্যটি অর্থাৎ জাতীয় খানা জরিপের জন্য টিআইবি নিজস্ব উদ্যোগে দেশের অভ্যন্তরে দৈবচয়নের মাধ্যমে উত্তরদাতা নির্বাচন করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান দুর্নীতির অভিজ্ঞতাভিত্তিক মাত্রা ও পরিমাপ নির্ধারণ করে থাকে।